যায়যায়দিন

তারিখ 20 APR 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়টি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় থেকে উঠে যাচ্ছে

জিয়াউল জিন্নু চট্টগ্রাম অফিস

সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়টি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় থেকে উঠে যাচ্ছে। সম্প্রতি জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) এক মিটিংয়ে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ২০০৯-১০ শিক্ষা বর্ষ থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। এর ফলে সারা দেশে এ বিষয়ের প্রায় দুই হাজার শিক্ষক অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন।

১৯৯৮ সাল থেকে কর্মমুখী ও প্র্যাকটিকাল বিষয় হিসেবে সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়টি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মাত্র এক যুগের ব্যবধানে সরকার কেন এ বিষয়টি বাদ দিচ্ছে এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা নেই শিক্ষক নেতাদের কাছে। তারা সরকারের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এরই মধ্যে ঢাকা ও

দুই হাজার শিক্ষকের জীবন অনিশ্চিত

চট্টগ্রামসহ বিভাগীয় পর্যায়ে মিটিং করেছেন এবং শিগগিরই এ সিদ্ধান্ত বাতিল না হলে আন্দোলনের কর্মসূচি দেবেন বলে জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শিক্ষক সমিতির নেতারা জানান, দেশে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে দুই শতাধিক কলেজে বিষয়টি পড়ানো হয়। এ বিষয়টি পড়ানোর জন্য এমপিওভুক্ত দেড় হাজার ও নন-এমপিওভুক্ত ৫০০ শিক্ষক রয়েছেন। ১৯৯৮ সাল থেকে প্রতি বছর গড়ে ৫০ হাজার শিক্ষার্থী এ বিষয়টি নিয়ে এইচএসসি পাস করেছেন। ৭ ফেব্রুয়ারি এনসিসিসির এক মিটিংয়ে এ বিষয়টি বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলাম। ওই মিটিং থেকে শিক্ষকদের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত না নেয়ায় দুই হাজার শিক্ষকের জীবনে নেমে এসেছে অনিশ্চয়তা। এ বিষয়ের শিক্ষকদের অন্য কোনো বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিলে সঙ্কট কাটতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

উল্লেখ্য, শর্টহ্যান্ড ও টাইপ লিখন নামে ১৯৬৫ সাল থেকে এ বিষয়টি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এক্সপার্টদের পরামর্শ অনুযায়ী ১৯৯৮ সাল থেকে আলাদাভাবে সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়টি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।